بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৯-১০/২৪ | সোমবার, ২৪ শাওয়াল, ১৪৩৯ হিজরী | ০৯/০৭/২০১৮ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ কোটা সংস্কার আন্দোলন: বৈষম্যমূলক কোটা ব্যবস্থার জন্মদাতা কুফর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অপসারণের দাবি তুলুন

"ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ"-এর ব্যানারে বিদ্যমান কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্দেশ্যে হতাশ চাকুরীপ্রার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীগণ যে জনপ্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলেছে তা দমনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় মদদে পরিচালিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র দেশজুড়ে জনসাধারনের মাঝে চরম অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে। গত এপ্রিলে আন্দোলনকারীদের উপর টিয়ার গ্যাস, জলকামান ও লাঠিচার্জের মতো হিংস্র পুলিশি বাধার মুখেও এই আন্দোলনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে হাসিনা সরকার তাদের দাবিসমূহ মেনে নেয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মীমাংসার নাটক করে। এরপরই ক্ষমতাসীন দলের ন্যাক্কারজনক 'চানক্য নীতি' সুস্পষ্ট হয়ে যায়, কারণ তারা তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন পদক্ষেপতো গ্রহণ করেইনি, বরং ভবিষ্যতেও যাতে এই আন্দোলন আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেই লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ তার হিংস্র ছাত্র-শাখা "ছাত্রলীগ"-কে ব্যবহার করার ঘৃণ্য পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামে। ৩০ জুন, ২০১৮, আন্দোলনের দ্বিতীয় জোয়ার শুরু হওয়ার পরে সমগ্র দেশজুড়ে কোটা সংস্কার আন্দোলনের কর্মসূচীসমূহ বানচাল করতে সরকার ছাত্রলীগকে নির্দয় বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করে। একদিকে, নিষ্ক্রিয় পুলিশ বাহিনীর সামনেই তারা আন্দোলনকারীদের উপর নিষ্ঠুরতা চালায় এবং পাশবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাতে আন্দোলনকারীরা পুনরায় কোথাও একত্রিত হয়ে নতুন করে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটাতে না পারে; আর অন্যদিকে, পুলিশ আন্দোলনটির সাথে সম্পৃক্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ সংগঠককে অপহরণ এবং গ্রেফতার করে- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃত্বের দাম্ভিকতা ও আধিপত্যবাদী মনোভাবের এ এক বিস্ময়কর প্রদর্শনী!

এটা সহজেই অনুমেয় যে, কি কারণে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার কোটা সংস্কারের বিরুদ্ধে এতটা কঠোর, এবং কেনইবা তারা আসন্ন নির্বাচনের পূর্বে জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তারা ভালো করেই জানে, গণবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দল হওয়ায় ক্ষমতাকে ধরে রাখতে বলপ্রয়োগ ও পেশীশক্তির প্রদর্শন তাদের অন্যতম ভরসা, এবং পাশাপাশি বিদ্যমান কোটা ব্যবস্থা তাদের জন্য "নোংরা টাকার" বিরাট উৎস এবং দলিয় কেডারদের সরকারী চাকুরিতে নিয়গ দেয়ার উপায়। এপর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার প্রায় ২,৫০,০০০ মুক্তিযোদ্ধা সনদ ইস্যু করেছে, যার অধিকাংশই ঘুষ ও জালিয়াতির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দের সুপারিশে প্রস্তুত করা হয়েছে ("মেকিং মেরিট", দি ইকোনোমিস্ট, এপ্রিল ২১, ২০১৮); এছাড়াও তারা ঘুষ ও অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে সরকারী বিশেষ পদসমূহ বাগিয়ে নিয়েছে। অতএব, তরুণ সমাজের হতাশ হওয়াটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত, কারণ সকল সরকারী চাকুরির ৫৬ শতাংশ রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব ও ছত্রছায়ায় পূর্ণ করা হয়। উপরন্তু, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতি বছর ২০ লাখ নতুন চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করা দূরে থাক, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করতে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি; বরং জোরপূর্বক ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা এই যালিম শাসকগোষ্ঠী এখন সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে, কারণ তারা উম্মাহ্'র আশা-আকাঙ্খার কোন তোয়াক্কা করে না।

হে সাহসী বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ! এই দুর্নীতিগ্রস্ত কুফর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই বৈষম্যমূলক কোটা ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। কারণ, এই ব্যবস্থায় শাসক জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে বাধ্য নয়, বরং তারা নিজেদের হীন রাজনৈতিক ও গোষ্ঠীগত স্বার্থে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলোকে ভূ-লুণ্ঠিত করে এবং দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়, ফলে তাদের দুর্নীতিতে সহায়তা ও জনগণকে দমন করার জন্য তারা কোটার মত বিভিন্ন ব্যবস্থার আশ্রয় নেয় এবং সমাজে বৈষম্যের জন্ম দেয়। সুতরাং, এই ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রেখে কেবলমাত্র বৈষম্যপূর্ণ কোটা ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে আপনাদের সমস্ত উদ্যম ও প্রচেষ্টাকে নিঃশেষ করলে আপনাদের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার বাস্তব কোনো সমাধান হবে না। বৈষম্যপূর্ণ কোটা ব্যবস্থার মত আরও অসংখ্য সমস্যা রয়েছে যেগুলো আপনাদের মত তরুণদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। কিন্তু, এগুলো সবই মূল সমস্যার বিভিন্ন উপসর্গ মাত্র, এবং এই কুফর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই আপনাদের সকল দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ। মনে রাখবেন, একমাত্র ইসলামী শাসনব্যবস্থা তথা খিলাফত রাষ্ট্র আপনাদের জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি বয়ে আনতে পারে। খিলাফত ব্যবস্থায় খলিফার উপর অর্পিত অত্যাবশ্যকীয় ফরয দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা, এক্ষেত্রে তার ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী কিংবা মেধা সবই গৌণ বিষয়। তাই, খিলাফত রাষ্ট্রকে কোটার মতো কোনো ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হয় না এবং এর ফলে সমাজে চাকুরী ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যও তৈরি হয় না।

হে সাহসী বিক্ষুব্ধ তরুণ সমাজ! আসন্ন দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্ কাফির সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ও তাদের আঞ্চলিক মিত্রদের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করবে, যার জন্য একঝাঁক প্রতিভাবান, দক্ষ ও শক্তিশালী বেসামরিক প্রশাসনিক কর্মকর্তার প্রয়োজন, যারা নব্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মেরুদন্ড হিসেবে কাজ করবে। এবং এই শক্তিশালী খিলাফত রাষ্ট্রের অংশ হওয়া কতইনা গৌরবের ও সম্মানের, যা এই দুনিয়া ও আখিরাতে আপনাদের জন্য বিরাট মর্যাদা ও মুক্তি বয়ে আনবে। সুতরাং, আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর** আপনাদেরকে আহ্বান জানাই, আপনাদের কেবলমাত্র কোটা বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, বরং ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্মদাতা এই কুফর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং এর ধারক আওয়ামী-বিএনপি শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সেই আহ্বানে সাড়া দাও, যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করা হয় যা তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে।" [সূরা আল-আনফাল: ২৪]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ